প্রথম আলো

তারিখ ...09 SEP 2016...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...2...

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

জ্ঞানের চোখ খুলে দিতে কার্যক্রম গ্রহণ করেছি

বাসস ●

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

'সাক্ষরজ্ঞানহীন মানুষ দৃষ্টিশক্তি থাকতেও একধরনের দৃষ্টিহীনতায় ভোগেন। তাই সবার মনের-জ্ঞানের চোখ খুলে দিতে, আপন ভালো-মন্দ বুঝে নিতে আমরা ব্যাপকভিত্তিক সাক্ষরতা কার্যক্রম গ্রহণ করেছি।'

গতকাল বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

দেশকে শতভাগ নিরক্ষরতামুক্ত করতে সব শ্রেণি-পেশার নাগরিককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সবার অংশগ্রহণে দ্রুততম সময়ে আমরা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত ঘোষণা করতে পারব। যদি সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্ব স্ব এলাকার নিরক্ষরদের শিক্ষিত করার উদ্যোগ নেন।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ইতিমধ্যে আমরা দেশের সাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশে উন্নীত করতে পেরেছি। প্রত্যেকে উদ্যোগ নিলে আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব।'

শিক্ষকদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনারা পারেন নীতি ও মূল্যবোধের চর্চা শিখিয়ে দেশের প্রতিটি শিশুকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে।'

তাঁর সরকারের শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্যোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দীর্ঘ ২১ বছর পর ৯৬-এ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিলাম। আমাদের পদক্ষেপের ফলে মাত্র দুই বছরে সাক্ষরতার হার ৪৫ থেকে বেড়ে ৬৫ দশমিক ৫ শতাংশে দাঁড়ায়। এ অর্জনের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ "ইউনেসকো সাক্ষরতা পুরস্কার ১৯৯৮" লাভ করে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিএনপি-জামায়াত জোটের ২০০১-০৬ শাসনামলে সাক্ষরতার হার উল্টো কমে ৪৪ শতাংশে নেমে যায়।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেশে ৫২টি জেলার ১৪৮টি উপজেলায় ১ হাজার ১৪০ কোটি ২৬ লাখ টাকা ব্যয়ে ১২ হাজার ৫৬৭টি "আনন্দ স্কুল" প্রতিষ্ঠা করেছি। ফলে ঝরে পড়া ৭-১৪ বছর বয়সী ৭ লাখ ২০ হাজার শিশু দ্বিতীয়বার প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। আনন্দ স্কুলে বিনা মূল্যে বই দেওয়ার পাশাপাশি পোশাক ও উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।'

ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'বইপত্র সাজিয়ে রাখার বস্তু না, তোমাদের পড়তে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে।'

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোহাম্মদ আসিফউজ্জামান এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রুহুল আমিন সরকার। অনুষ্ঠানে ইউনেসকোর মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভার শুভেচ্ছাবাণী পড়ে শোনানো হয়।

প্রবৃদ্ধি ও আয়ের উপস্থাপনা : বাসস জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল বিকেলে গণভবনে 'উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয়, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রস্তাব' শীর্ষক একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা প্রত্যক্ষ করেন। অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব মাহবুব আহমেদ এ পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। এ প্রস্তাবে বলা হয়, রূপকল্প-২০২১ অর্জনে সরকার ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি অনুমোদন করেছে।

ঈদের শুভেচ্ছা : বাসস জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদ এবং প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে ঈদুল আজহা উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।